সংবাদ

তারিখ ১০ SEP 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

সরকারি কলেজে ১১শ' শিক্ষকের পদ খালি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশের সরকারি কলেজগুলোতে সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপক পদে প্রায় এক হাজার ১শ' পদ খালি আছে। এসব কলেজে গত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার অবৈধভাবে শিক্ষকদের পদোন্নতি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেয়। শিক্ষকদের পদোন্নতির ওই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে মামলা হওয়ায় সাময়িকভাবে পদোন্নতি বন্ধ আছে। ফলে শিক্ষকশূন্য অবস্থায় আছে দেশের সরকারি কলেজের প্রায় এক হাজার ১শ'টি পদ।

গতকাল রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব একেএম আবদুল আউয়াল মজুমদার সাংবাদিকদের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে এ তথ্য জানান। এছাড়া চাকরি, বদলি ও পদোন্নতিতে বিরাজমান দীর্ঘদিনের তদবির ও অনিয়মও এখন আর চলছে না ওই মন্ত্রণালয়ে। এসব ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অতিরিক্ত সচিব জানিয়েছেন। স্বচ্ছ ও বৈধভাবে কোন তদবির ছাড়াই ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ১৮ জনকে চাকরি দেয়া হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

বিসিএস শিক্ষা (ক্যাডার) এসোসিয়েশন সূত্রে জানা গেছে, গত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে গত বছরের ১১ অক্টোবর পরীক্ষা ছাড়াই সরকারি কলেজের শিক্ষকদের পদোন্নতি দেয়া হবে বলে এক প্রজ্ঞাপন জারি করে। ওই প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী পদোন্নতি পরীক্ষায় ফেল করা, বহিষ্কৃত প্রার্থী ও পরীক্ষায় অংশ না নিয়েও পদোন্নতি পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয় বিএনপি ও জামায়াত দলীয় পরিচয়ধারী শিক্ষকদের পদোন্নতির জন্য। কিন্তু যারা পদোন্নতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল তারা এ বিষয়টি মেনে নেয়নি। এর জের ধরে গত বছরের ১৯ অক্টোবর বিসিএস শিক্ষা (ক্যাডার) এসোসিয়েশন হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। মামলা নং-১০২৩৮। ফলে হাইকোর্ট পদোন্নতির স্থগিতাদেশ দেন। মামলার পরিপ্রেক্ষিতে পদোন্নতি পরীক্ষায় যারা পাস করেছিলেন তাদের পদোন্নতি দেয়ার আদেশ দেন হাইকোর্ট। কিন্তু পাস করা প্রার্থীরা আজও পদোন্নতি পাননি বলে

পদ: পৃঃ ১১ কঃ ৬

পদ : খালি

(১২ পৃষ্ঠারপর)

জানান বিসিএস শিক্ষা (ক্যাডার) এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মো. মাসুম এ রাব্বানী খান। সূত্র জানায়, প্রভাষক পদ থেকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য পরীক্ষায় প্রায় দেড় হাজার প্রার্থী পাস করেছিল। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি ও জুলাই মাসে পদোন্নতি পরীক্ষা হয়। যা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) মাধ্যমে নেয়া হয়।

এসব শিক্ষকের পদোন্নতি না দেয়ায় প্রায় ১১শ' পদ খালি রয়েছে বলে অতিরিক্ত সচিব একেএম আবদুল আউয়াল মজুমদার জানান। তিনি বলেন, অতীতে অনেক অনিয়ম হয়েছে। তবে সেগুলো থেকে বেরিয়ে এসে স্বচ্ছতা আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। কোন রকম তদবির ছাড়াই যোগ্যতা ও দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে ১৬০ জন সহযোগী অধ্যাপককে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। এছাড়া ৩০ জন প্রভাষককে শিগগিরই শিক্ষা অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগ দেয়া হবে বলে তিনি জানান। এক্ষেত্রে যোগ্যতা ও দক্ষতা বিচার করেই নেয়া হবে বলে তিনি জানান।